স্রষ্টার অস্তিত্ব ও এন্থনি ফ্লু

"I had to go there where the evidence leads"-Anthony Flew

স্রষ্টা আছেন কি? সদালাপের বেশীর ভাগ লেখক-পাঠকদের কাছে এর উত্তর হবে, হ্যাঁ, স্রষ্টা, গড, বা আল্লাহ আছেন। কিন্তু নাস্তিক্যবাদের কিংবদন্তিতূল্য বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক এন্থনি ফ্লু (Anthony Flew) গত পঞ্চাশ বছর ধরে জানতেন এবং প্রমান করার চেষ্টা করেছেন যে আল্লাহ নেই। সম্প্রতি (২০০৪) তিনি অন্যরকম ভাবছেন, তিনি এখন বলছেন-'গড বা আল্লাহ আছেন'। আর তাঁর এই বিশ্বাসটির পিছনের ভিত্তি হল মহাবিশ্বের ও জীবনের (জিন) সুশৃংখলতা; স্রষ্টার অস্তিত্ত্বের পক্ষে যাকে বলা হয় 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (intelligent design)'।

এন্থনি ফ্লু নাস্তিক হয়েছিলেন পনের বছর বয়সে। তিনি পঞ্চাশের দশকে অক্সফোর্ডে নাস্তিকতার পক্ষে ডিবেট করতেন। প্রচুর পড়াশোনা, জানা, তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে নাস্তিকতার পক্ষে তাঁর যুক্তিগুলি তিনি তুলে ধরতেন। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বই The presumption of atheism নাস্তিকতার পক্ষে একটি শক্তিশালী অস্ত্র। তিনি অত্যন্ত সহজ কিন্তু সুগভীর একটি কথা বললেনঃ

এতদিন বিশ্বাসীরা বলছিলেন, বেশীর ভাগ লোক বিশ্বাস করে 'গড বা আল্লাহ আছেন', অতএব, নাস্তিকরা প্রমান করুক আল্লাহ নেই। এন্থনি ফ্লু এই প্রমানের ভারটি যথাযথ যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বাসীদের কাঁধে দিলেন, বললেন: কোন সুনিশ্চিত প্রমান নেই যে আল্লাহ আছেন, অতএব যারা বলছেন যে আল্লাহ আছেন তারাই প্রমান করুক যে তিনি আছেন।

প্রমান করার ভার (Burden of proof) সঠিকভাবে বিশ্বাসীদের উপর ন্যাস্ত করে তিনি অত্যন্ত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নাস্তিক হয়ে উঠলেন। আল্লাহর অস্তিত্ত্বের বিরুদ্ধে সর্বমোট ১০ টি বই প্রকাশ করলেন, সেই সাথে তাঁর কৃতিত্ত্বে আছে নাস্তিকতার পক্ষে প্রচুর প্রবন্ধ। দর্শন শাস্ত্রে তাঁর কাজগুলি সর্বাধিক পুনঃমুদ্রিত লেখাগুলির অন্তর্ভূক্ত।

কিন্তু কেন এন্থনি ফ্লু তাঁর আশৈশব লালিত নাস্তিকতা ৮১ বছর বয়সে পরিবর্তন করলেন! এটাকি এতদিন নাস্তিকতা প্রচার করে যে পাপ করেছেন বলে তাঁর মনে হচ্ছে, পরকালে তার শাস্তির ভয়ে? কিন্তু তিনি তো বারবার বলছেন যে না, তা নয়, প্রচলিত অর্থে দোজখের অস্তিত্ত্বে এখনো তাঁর বিশ্বাস নেই বা তার শাস্তির ভয় তিনি করেন না।

আসলে, যে অপার সুশৃংখলতায় এই মহাবিশ্ব ও প্রতিটি জীবের ডি.এন. এ. অণুগুলি সাজানো আছে, তা দেখে এন্থনি ফ্লু বিস্মিত হয়ে তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ আমি মনেকরি ডি.এন. এ. অণুগুলির অতি সুশৃংখল বিন্যাস আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে ইন্টেলিজেন্ট কোন সত্ত্বা অবশ্যিই এই অসাধারন সাজানোর কাজটি করেছেন; এই মহাবিশ্ব ও জীবনের উপস্থিতি বৈজ্ঞানিকভাবে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' ধারণার প্রতি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা করে। 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' এর অন্য পিঠ হল, ডারউইনের বিবর্তনবাদ। বিবর্তনবাদে বলা হচ্ছে, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে এককোষী এ্যমিবা থেকে মিউটেশনের মাধ্যমে, আল্লাহ এটি করেননি, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এভাবে মানুষের আগমনের পিছনে আর কারো কোন হাত নেই। এন্থনি ফ্লু গত ৫০ বছরে ডি.এন.এ. -এর উপর নতুন নতুন যে তথ্যগুলি পাওয়া গেছে তা এক জায়গায় করে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন'-এর পক্ষের এই যুক্তিগুলি অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রিচার্ড ডকিন্স বিবর্তনবাদের পক্ষের একজন সুবিদিত ও

শক্তিশালী সমর্থক। এছাড়া বিবর্তনবাদের দোহাই দিয়ে নাস্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে সর্বদা তিনি কাজ করেন। এন্থনি ফ্লু বলছেন, বিবর্তনবাদের বিশেষজ্ঞ ডকিন্স তাঁর যুক্তিগুলি খন্ডাতে পারেননি। তাঁর মতে রিচার্ড ডকিন্স সবসময় যে জিনিসটি ওভারলুক করছেন সেটি হলঃ ডারউইন নিজে তাঁর 'দ্য অরিজিন অব স্পিসিস'-এর ১৪ চ্যাপ্টারে পরিস্কার করে বলেছেন যে তাঁর (ডারউইনের) সমস্ত যুক্তি-তর্ক শুরুই হয়েছে এমন জিনিসের উপস্থিতি ধরে নিয়ে যাদের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা আছে। মূলতঃ গত ১৯ বছর ধরে একজন আস্তিক দার্শনিক গ্যারি হেইবারম্যাসের সাথে স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে তিনি আলোচনা ও তর্ক করছিলেন। অবশেষে, সম্পূর্নরূপে কনভিন্সড হয়ে গতবছর এন্থনি ফ্লু স্বীকারক্তি দিলেন-'স্রষ্টা আছেন'। এন্থনি ফ্লু-এর বিস্তারিত সাক্ষাতকার যখন দর্শনের জার্নাল ফিলোসোফিয়া ক্রিস্টিতে (Philosophia Christi) প্রকাশিত হল, তখন আপামর জনসাধারণ জানতে পারল।

এন্থনি ফ্লু কিন্তু এটিও পরিস্কার করে বলেছেন যে, আল্লাহতে বিশ্বাস করলেও তিনি ঐশীগ্রন্থগুলি যেমন বাইবেল, কোরান এগুলি যে আল্লাহর পাঠানো তা এখনো বিশ্বাস করেন না। তবে এব্যাপারে তিনি ওপেন (অর্থাৎ, পড়াশোনা করছেন)। এখনো পর্যন্ত তিনি শুধু এটুকু বিশ্বাস করেন যে এই মহাবিশ্ব ও জীব সৃষ্টির পিছনে কোন এক সত্ত্বার চিন্তা আছে, পরিকল্পনা আছে।

তাঁর এই অবজারভেইশন ও রিয়েলাজেইশন তুচ্ছ নয়। আমাদের পৃথিবীতে আসার পিছনে কারো চিন্তা আছে, কেও আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। জীবনের দুপ্রান্তে ঘুম হলেও মাঝের এই জেগে থাকার সময়টি শুধু হাসি খেলার জন্যে না হয়ত। কে জানে হয়ত এর একটি উদ্দেশ্য আছে, একটি অর্থ আছে।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
মে ১, ২০০৫, জুরিখ, সুইটজারল্যান্ড